আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের সহজ ধারণা

সহজ আরবি

এস এম আশেক ইয়ামিন

পরিবেশনায়
কাতেবিন
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), দোকান নং-২২
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৯৭৬৫৯৯৩২৪

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আরবি একটি অত্যন্ত সুশৃংখল ও সূত্রবদ্ধ ভাষা। এটি শিখতে গিয়ে নিয়মের চক্করে পড়ে ঘোরাঘুরি করে অবশেষে হাল ছেড়ে দেয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়। আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলও একসময় এমনই ছিল।

প্রচলিত কোর্স বা বইগুলোর মূল অসুবিধা হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শিক্ষক কেন্দ্রিক, শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক নয়। ফলে আরবি ভাষা শিখতে গিয়ে একজন ছাত্র যেসব সমস্যা, চিন্তা পদ্ধতি ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, সেসব প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিবেচনার বাইরে রয়ে যায়।

তবে আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান যে সহজে আয়ত্ত করা সম্ভব, সেটা এই বইয়ের সম্পাদক ও আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ড. মাহমুদুল হাসান ইউসুফ স্যার এর কোর্স করার সুযোগ না হলে হয়ত আমার জন্য অজানাই রয়ে যেত।

তিন বছরের কোর্সটিতে সপ্তাহে একদিন করে আমাদের ক্লাস হত। এক-দেড় বছর আরবি ভাষার ব্যাপারে কিছুটা ধারণা লাভের পর আমাদের ব্যাকরণের পাঠ শুরু হয়। আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের মূল বিষয়গুলো এই কোর্সটিতে এত সুন্দর ও সহজবোধ্য ভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল যে, তা ছিল যে কোন বয়স বা লেভেলের শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী। সেই সাথে এই কোর্সটিকে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের জন্য আরো সহজ করে তুলবার জন্য ইউসুফ স্যারের ছিল এক শ্রান্তিহীন অদম্য ধৈর্য্য ও ভালোবাসা।

আরবি ব্যাকরণ এর ক্লাসগুলোতে আরবিতে টাইপ করা স্যারের নিজস্ব নোট আমাদের দেয়া হয়েছিল। এটি পড়তে গিয়ে মনে হল স্যারের সাথে আলাদা বসে এই নোটটি বাংলায় করে নিতে পারলে সুবিধা হবে। স্যারকে আমার পরিকল্পনা জানাতে তিনি আমাকে আলাদাভাবে একটি মৌলিক বই করতে উৎসাহ দিলেন। এই বইটির কাজের শুরু তখন সেই ২০১৭ সালের দিকে। এই বইটির কাঠামো ও অধ্যায়ের বিন্যাস তাই মূলত স্যারের সেই নোট অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। সেই সাথে ই-লার্নিং এ আমার দীর্ঘ প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা বিষয়বস্তুর আলোচনা কিভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজভাবে আরো ভেঙ্গে ভেঙ্গে দৃশ্যমানরুপে উপস্থাপন করা যায় সেই কাজটিকে কিছুটা সহজ করে দিয়েছে।

আরবি ভাষা শেখার যাত্রা আমার মাত্রই শুরু হয়েছে। ভাষা বা ব্যাকরণের মত কোন বিষয়ে বই লিখবো এমনটা আমার দুরবর্তী কল্পনাতেও কখনো ছিলনা। বইটি লিখতে গিয়ে আরবি টাইপ শেখা থেকে শুরু করে, টেবিলগুলো সাজানো, রঙ কি হবে তা নির্ধারণ করা, চিত্রের ব্যবহার ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়ে প্রচুর সময় ব্যয় হয়েছে। তারপরও বইটি শেষ করে মনে হয়েছে এটি আরো সহজ করা সম্ভব ছিল। আশাকরি পাঠক তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ জানিয়ে বইটিকে আরো সহজ ও সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যবেন এবং তাদের দোয়ায় আমাকে ভুলে যবেন না।

আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা মাহমুদুল হাসান স্যারের প্রতি তাঁর উৎসাহ, আগ্রহ ও নিরবচ্ছিন্ন সহযোগীতার জন্য; সেই সাথে তাঁর সেই নোট থেকে অনুশীলনীর কিছু প্রশ্ন সরাসরি ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য। কৃতজ্ঞতা আমার স্ত্রীর প্রতি তাঁর একান্ত আগ্রহ, উৎসাহ ও প্রকাশনিতে তাঁর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে নানা উপকারী পরামর্শের জন্য। সাবেত চৌধুরী ভাইয়ের আন্তরিক সহযোগীতা ও পরিশ্রম এবং সৈয়দ লতিফ হোসাইন ভাইয়ের এর মত একজন সিনিয়র প্রফেশনাল এর উদ্দীপনা ও পরামর্শ আমাকে ঋণে আবদ্ধ করেছে।

এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার কৃতিত্ব ও সওয়াব আমার শ্রদ্ধেয় পিতামাতার প্রাপ্য এবং তাঁদের জন্য উৎসর্গীত।

ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। অশেষ দরুদ ও সালাম রহমাতুল্লিল আলামিন রাসুলে আকরাম (সঃ), তাঁর মহান আহলে বাইত ও সম্মানীত সাহাবাগণের প্রতি।

এস এম আশেক ইয়ামিন

shohojarbi@gmail.com
youtube.com/@ShohojArbi

সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

শিশু মাতৃভাষা শেখে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে শুনে-শুনে। শিশু মায়ের কোলে প্রায় বছরখানেক শুধু ভাষা শুনে, তারপর বলতে শুরু করে। এরপর মাতৃভাষা পড়া ও লেখার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ভাষা শেখার পর তার বয়স যখন আট বা নয় বছর হয়, তখন একটু একটু করে প্রয়োজন মতো তাকে মাতৃভাষার ব্যাকরণ শেখানো হয়। বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার শেখানো হয়।

মাতৃভাষা শেখার মতো কোন বিদেশী ভাষা শিখতে পারলে, শেখার কার্যক্রমটি খুবই সহজ হয়। নতুবা পাঠদান পদ্ধতির কারণে সেই ভাষাটিকে শিক্ষার্থী কঠিন মনে করে থাকে।

আমরা জানি যে, কোন একটি ভাষার তিনটি উপাদান রয়েছে: ১. ধ্বনি ২. শব্দাবলী ৩. বাক্যের গঠন প্রণালী। তেমনি ভাবে ভাষার দক্ষতা রয়েছে চারটি: ১. শুনে বুঝা, ২. বলতে পারা, ৩. পড়ে বুঝা ও ৪. মনের ভাব প্রকাশ করে লিখতে পারা। উক্ত সাতটি বিষয় শেখানোর পদ্ধতি সংলাপের মাধ্যমে হলে বিদেশী ভাষা শেখানোটা হয় খুবই সহজ।

ভাষা শেখার পর তার ব্যবহারটি শুদ্ধ রাখার জন্য প্রয়োজন অনুসারে ব্যাকরণ শেখানো দরকার। আর ব্যাকরণের পাঠদান পদ্ধতি হবে ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক।

অনারব বিশ্বে, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে শিশুদেরকে আরবি ব্যাকরণের জন্য যে কিতাব বা বই পাঠদান করা হয়, তা হচ্ছে একজন আরবি ভাষার শিক্ষককে অভিজ্ঞ করে তোলার কিতাব বা বই। ছাত্রবান্ধব ও শিশু মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক আরবি ব্যাকরণের কিতাব বা বই খুব একটা চোখে পড়ে না। এখানে শিশু বলতে শুধু বয়সের দিক দিয়ে শিশু নয় বরং আরবি ভাষার প্রাথমিক স্তরের বয়স্ক শিক্ষার্থীকেও বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হলেও আরবি ভাষার প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছেন।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য খুব সহজ ভাবে উপস্থাপিত বইয়ের সংখ্যা অপ্রতুলও বটে। আমার একসময়ের স্নেহধন্য আরবি শিক্ষার্থী এস. এম. আশেক ইয়ামিন সেই অভাব পূরণ করার জন্য ব্যবহারিক আরবি ব্যাকরণের সহজ গ্রন্থ প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

ব্যবহারিক পদ্ধতিতে শিক্ষক মহোদয় পাঠদান করলে, শিক্ষার্থীরা অনেক উপকৃত হতে পারবেন বলে আশা পোষণ করছি। তাছাড়া বয়স্ক শিক্ষার্থী নিজে নিজে পাঠ করলে এবং বইয়ে দেওয়া পর্যাপ্ত অনুশীলনগুলো চর্চা করলে, আরবি ভাষার প্রাথমিক ব্যাকরণগুলো অতি অল্প সময়ে ও খুব সহজে শিখতে পারবেন বলে আমার ধারণা।

আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষা শেখানোর জন্য ব্যবহারিক পদ্ধতি অবলম্বন করে খুব সহজে ইংরেজি শেখানো হয়, কিন্তু আরবি ভাষার জন্য ব্যবহারিক পদ্ধতি অবলম্বন করে আরবি ব্যাকরণ সহজ করে শেখানো হয় না। গ্রন্থ প্রণেতা নিজেও এ পদ্ধতিতে আরবি ব্যাকরণ শিখে উপকৃত হয়েছেন। তিনি নিজে যেভাবে আরবি ভাষার ব্যাকরণ ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক পদ্ধতি অবলম্বন করে মূল আরবি অনুশীলনগুলো চর্চা করে আরবি ব্যাকরণ খুব সহজে আয়ত্ত করেছেন, সেভাবে তিনি অন্যদের সহজে শেখানোর জন্য মাতৃভাষায় আরবি ব্যাকরণগুলো উপস্থাপন করেছেন। আরবি ব্যাকরণ এর বিভিন্ন অংশকে, পবিত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে, প্রয়োগ পদ্ধতি সহজ করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন ছক যুক্ত করে গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। বিশেষ করে যারা ইংরেজি ভাষা জানেন, তাদের জন্য আরবি ব্যাকরণের আলোচনা সহজে বুঝার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করে, গ্রন্থটিকে প্রকৃতপক্ষে সাধারণের জন্য উপযুক্ত একটি গ্রন্থে রূপান্তরিত করেছেন।

আল্লাহ তার পরিশ্রমকে কবুল করুন। আমি আরো প্রত্যাশা করছি যে, আরবি শিক্ষার্থীদের কাছে এ গ্রন্থটি খুব বেশী সমাদৃত হোক এবং তাদের উপকারে আসুক।

ওয়াল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন। ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন। আমিন।

অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসান ইউসুফ

উত্তরা, ঢাকা
আগস্ট ২০২৩

সূচি

অধ্যায় ১	আরবি ব্যাকরণের কিছু প্রারম্ভিক ও মৌলিক বিষয়	০৯
অধ্যায় ২	পদ: আরবি শব্দের প্রকারভেদ ও সহজ বাক্য গঠন	১১
অধ্যায় ৩	সর্বনাম: আমি, তুমি, সে, এটা ইত্যাদি	২২
অধ্যায় ৪	পুং লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ: শব্দের গঠন দেখে লিঙ্গ চেনা	৩০
অধ্যায় ৫	একবচন ও দ্বিবচন: একটি কলম, দুটি কলম – একটি বই দুটি বই	৩৮
অধ্যায় ৬	বহুবচন: কলমগুলো – বইগুলো	44
অধ্যায় ৭	অনির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট বিশেষ্য: একটি বই – বইটি	৫৭
অধ্যায় ৮	বিশেষ্য বাক্য: বিশেষ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাক্য তৈরি – ফাতিমা ভাল ছাত্রী	৬২
অধ্যায় ৯	ক্রিয়া: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	৭৩
অধ্যায় ১০	ক্রিয়া বাক্য: ফাতিমা বই পড়ে	৮4
অধ্যায় ১১	কর্ম	৯৩
অধ্যায় ১২	পদান্বয়ী অব্যয়: মধ্যে, থেকে, উপরে - লাইলাতুল ও লাইলাতিল এর পার্থক্য	১০০
অধ্যায় ১৩	অধিকৃত ও অধিকারী: বিদ্যালয়ের ক্যান্টিন, লাইব্রেরির টেবিল	১০৬
অধ্যায় ১৪	বিশেষণ ও বিশেষিত: ছোট ক্যান্টিন, বড় টেবিল	১১৬
সংযোজনী ১	ক্রিয়ার রুপান্তর	১২৭
সংযোজনী ১.১	অতীত কালসূচক ক্রিয়ার সহজ রুপান্তর	১২৮
সংযোজনী ১.২	বর্তমান কালসূচক ক্রিয়ার সহজ রুপান্তর	১৩৬
সংযোজনী ২	আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ শেখার সহযোগী কিছু সাইট ও অ্যাপ	১৫১
উত্তরমালা	অধ্যায়ের ভিতরের ও অধ্যায়ের শেষের অনুশীলনীর উত্তরসমূহ	১৫৩

প্রাক কথন

১। এ বইটির উদ্দেশ্য মূলত আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের বিষয়ে আগ্রহী যেকোন পাঠককে সহজে একটি প্রাথমিক ধারণা দেয়া। সঙ্গত কারণেই তাই এতে আরবি ব্যাকরণের সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যেসব বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে একজন পাঠক আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের বিষয়ে মোটাদাগে একটি সার্বিক চিত্র লাভ করতে পারেন, সে বিষয়গুলোই এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২। অধ্যায়গুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে করে পাঠক ধারাবাহিকভাবে একটি অধ্যায় শেষ করে পরবর্তী অধ্যায়টি পূর্বের অধ্যায়ের পাঠের সাথে সহজে মিলিয়ে অগ্রসর হতে পারেন। সেই সাথে পাঠকের সফর যাতে অধিক তত্ত্ব ও তথ্যের ভারে কষ্টকর হয়ে না ওঠে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে একটি প্রসঙ্গের আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাদ দেয়া হয়েছে অথবা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

৩। প্রচলিত ধারায় কেবল তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোন থেকে যে ক্রমবিন্যাসে ব্যাকরণের বিষয়বস্তুর আলোচনা উপস্থাপিত হয়ে থাকে, সে ক্রমবিন্যাস এ বইতে অনুসরণ করা হয়নি। বরঞ্চ পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু অপর কোন অধ্যায়ের প্রসঙ্গের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে তা সহজে আত্নস্থ করা যায়।

৪। প্রতিটি অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে ও শেষে নানা ধরণের অনুশীলনীর মাধ্যমে বিষয়বস্তু আরো সহজবোধ্য ও নিজে নিজে শেখার উপযোগী করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুশীলনীসমূহের উত্তরও বইয়ের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতি অধ্যায়ে আগত নতুন নতুন আরবি শব্দার্থের তালিকা আলাদাভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৫। ক্রিয়ার রূপের বদল ভালভাবে যাতে রপ্ত করা সম্ভব হয়, সেজন্য সংযোজনী ১ এ (১.১, ১.২, ১.৩) ক্রিয়ার রূপের উপর আলাদা আলোচনা করা হয়েছে এবং তা নিজে নিজে ও সহজে চর্চা করার জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুশীলনী দেয়া হয়েছে।

৬। বইটি পাঠের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হলে আলোচনাগুলো সহজে বোঝা ও তার সার্বিক চিত্র পাওয়া সম্ভব হবে, সেই সাথে প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর দক্ষতা অর্জনও সহজ হবে বলে আশা করি ইনশাআল্লাহ।

অধ্যায় ১

আরবি ব্যাকরণের কিছু প্রারম্ভিক ও মৌলিক বিষয়

১. আরবি ব্যাকরণে মোট ২৯ টি বর্ণ বা حَرْفٌ আছে।

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي

২. এ বর্ণগুলো দিয়ে যে শব্দ গঠন করা হয় তা উচ্চারণের জন্য আমাদের স্বরধ্বনির প্রয়োজন পড়ে। আরবিতে স্বরধ্বনিকে حَرَكَةٌ বলা হয় যা নিম্নরূপ –

ـُ	ـِ	ـَ
ضَمَّةٌ	كَسْرَةٌ	فَتْحَةٌ
পেশ	যের	যবর

উক্ত স্বরধ্বনিগুলো দুবার করে আসলে সেগুলোকে একত্রে **تَنْوِيْنٌ** বলা হয়।

ـٌ	ـٍ	ـً
ضَمَّتَان	كَسْرَتَان	فَتْحَتَان
দুই পেশ	দুই যের	দুই যবর
تَنْوِيْنٌ		

উল্লেখ্য যে, আমরা এ বইতে আরবি ব্যাকরণের অনুসরণে স্বরধ্বনিগুলোকে আরবি পরিভাষা ফাতহা, কাসরা ও দম্মা হিসেবেই অভিহিত করবো – উর্দু পরিভাষায় যবর, যের বা পেশ হিসেবে নয়।

স্বরধ্বনি অনুপস্থিত থাকলে উক্ত স্থানটি উচ্চারণের ক্ষেত্রে থেমে গিয়ে পড়তে হয়, যাকে سُكُوْنٌ বলা হয় এবং বর্ণটিকে سَاكِنٌ বলা হয়।

ـْ
سُكُوْنٌ
সুকুন/জযম

একটি বর্ণ দুবার উচ্চারণ হওয়ার চিহ্নকে তাশদীদ বলা হয়।

ّ

تَشْدِيْدٌ

তাশদীদ

৩. চন্দ্রাক্ষর ও সূর্যাক্ষর

আরবি শব্দকে নির্দিষ্ট করার জন্য اَلْ যুক্ত করা হয়। তবে এ اَلْ এর লামটি (ل) সব ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয় না। যেমন – اَلْقَمَرُ তে اَلْ এর ل উচ্চারিত হলেও اَلشَّمسُ তে اَلْ এর ل উচ্চারিত হয়না।

তাই যে হরফের পূর্বের اَلْ উচ্চারিত হয়, তাদেরকে একত্রে اَلْحُرُوْفُ اَلْقَمَرِيَّةُ বা চন্দ্রাক্ষর বলা হয়। যেমন - اَلْكِتَابُ، اَلْمُهَنْدِسُ ।

اَلْحُرُوْفُ الْقَمَرِيَّةُ (চন্দ্রাক্ষর)

أ	ب	ج	ح	خ	ع	غ	ف	ق	ك	م	و	ه	ي	

আর যে হরফের পুর্বে اَلْ আসলে তার ل উচ্চারিত না হয়ে সেই অক্ষরের উপর তাশদীদ হয়, সে সব হরফকে একত্রে اَلْحُرُوْفُ الشَّمْسِيَّةُ বা সূর্যাক্ষর বলা হয়। যেমন – اَلشَّجَرَةُ، اَلتَّاجِرُ ।

اَلْحُرُوْفُ الشَّمْسِيَّةُ (সূর্যাক্ষর)

ت	ث	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ل	ن	

৪. আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী সব শব্দ স্ত্রী অথবা পুং লিঙ্গে বিভক্ত হয়ে থাকে। সে অনুযায়ী শব্দ ও বাক্য গঠনে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৫. আরবি ব্যাকরণে একবচন ও বহুবচনের মত দ্বিবচনও আলাদা বচন হিসেবে বিবেচিত হয়।

অধ্যায় ২

পদ - اَلْكَلِمَةُ

নিচের বাক্যগুলো লক্ষ করুন –

১. هٰذَا بَيْتٌ.

এটি বাড়ি

এটি একটি বাড়ি।

২. هُوَ أَحْمَدُ.

সে আহমাদ

সে আহমাদ।

৩. أَحْمَدُ يَذْهَبُ إِلَى الْبَيْتِ.

আহমাদ যায় দিকে বাড়ি

আহমাদ বাড়ির দিকে যায়।

আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী একটি বাক্যের মধ্যে অবস্থিত শব্দগুলোকে كَلِمَةٌ নামে অভিহিত করা হয়, যেমনটি বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী 'পদ প্রকরণ' এবং ইংরেজি গ্রামারে Parts of Speech হিসেবে অভিহিত করা হয়।

উপরে উল্লিখিত সব শব্দগুলোই كَلِمَةٌ এর অন্তর্ভুক্ত।